261

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 30 MAR 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

হাইকোর্টের রায়

ঢাঃ বিঃ সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের এক ডিভিশন বেঞ্চ সম্প্রতি দেয়া এক রায়ে ১৯৯৪ সালের ১লা জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটে গৃহীত এক সিদ্ধান্তকে অবৈধ ও ক্ষমতা বহির্ভূত বলে ঘোষণা করেছে। মাননীয় বিচারপতি এ এম মাহমুদুর রহমান ও বিচারপতি মাহফুজুর রহমান সমন্বয়ে গঠিত এক ডিভিশন বেঞ্চ উক্ত রায়ে বাদী সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডঃ মনোয়ারউদ্দিন আহমদকে মামলার খরচ বাবদ এক হাজার টাকা প্রদান করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন।

অধ্যাপক ডঃ মনোয়ারউদ্দিন আহমদ স্বাক্ষরিত এক লিখিত বক্তব্যে জানানো হয়, ১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন হিসেবে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ অনুষদের অধীন 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি তহবিলে কিছু আর্থিক অনিয়মের তথ্য তার গোচরে এলে তিনি বিষয়টির প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উপাচার্যের সম্মতিক্রমে উক্ত তহবিলের ১৯৮৯-৯০, ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৩ এই চার বছরের অডিট সম্পন্ন করে চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্ম কাজী জহির এন্ড কোং। উক্ত চার বছরের জন্য 'ঘ' ইউনিটের দায়িত্বে ছিলেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের তৎকালীন ডীন ডঃ আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী। এ ব্যাপারে একটি দৈনিকে সংবাদ প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর ছাত্র ভর্তি পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত লাখ লাখ টাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে জমা হয় না। বিভিন্ন খাতে ব্যয় দেখিয়ে পুরো টাকাটাই মেরে দেয়া হয়। সম্প্রতি এ ধরনের দুর্নীতি ধরা পড়েছে 'ঘ' ইউনিটের অডিটে। এ সংবাদ প্রকাশের পর বিষয়টি আলোচনার জন্য '৯৩ সালের ২৮শে ডিসেম্বর ডীনদের এক জরুরি সভা হয়। উক্ত সভায় কর্তৃপক্ষ অডিট রিপোর্ট পেয়েছেন বলে জানানো হয়।

'৯৪ সালের ১লা জানুয়ারি ডঃ আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীসহ ৯২-৯৩ সালের ভর্তি কমিটির কয়েকজন সদস্য উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদের নিকট একটি দরখাস্ত দেন। দরখাস্তে অধ্যাপক মনোয়ারউদ্দিন আহমদকে নিন্দা করা হয় এবং তাকে শাস্তি দেবার দাবি জানানো হয়।

'৯৪ সালের ১লা জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সভায় উক্ত দরখাস্ত পেশ করা হয়। সিন্ডিকেট অডিট রিপোর্ট "গ্রহণযোগ্য নয় এবং সঙ্গত কারণেই উহা অকার্যকর" ঘোষণা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, "এ ধরনের অডিট করার ঘটনা উদ্দেশ্যমূলক ও নিন্দনীয়।" সিন্ডিকেটের এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার জন্য অধ্যাপক মনোয়ারউদ্দিন উপাচার্যের নিকট চিঠি লেখেন। অধ্যাপক মনোয়ার উপাচার্য এবং সিন্ডিকেটকে উকিলের নোটিশ পাঠিয়ে উক্ত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানান। কিন্তু সেটি প্রত্যাহার না করে সিন্ডিকেটের সভাপতি এমাজউদ্দিন আহমদের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পক্ষীয় উকিল উত্তরপ্রাপ্তির ১৪ দিনের মধ্যে ডঃ আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর নিকট ক্ষমা চাইবার জন্য অধ্যাপক মনোয়ারউদ্দিন আহমদকে নির্দেশ দেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক মনোয়ারউদ্দিন আহমদ ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশন দাখিল করেন। প্রাথমিক শুনানির পর মামলাটি বিচারের জন্য গৃহীত হয় এবং সিন্ডিকেটের ওপর রুলনিশি জারি করা হয়। বিচারের জন্য গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ '৯৪ সালের ২রা ও ৩রা নভেম্বর উভয় পক্ষের শুনানি গ্রহণ করেন এবং এ বছরের ১১ই জানুয়ারি সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তকে আইন-বহির্ভূত এবং ন্যায়-বিচারের নীতির পরিপন্থী বলে ঘোষণা করেন।